ইউনিট ৭

উপাখ্যান

ভূমিকা

আমরা ধর্মপালন ও ধর্মচর্চার লক্ষ ও উদ্দেশ্য, এর আবশ্যকতা এবং ধর্মাচরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে নানান আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারি ও বুঝতে পারি। আবার আমরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পত্রস্থ ভগবানের নানান লীলা, অবতার রূপে ঈশ্বরের কর্মকান্ড, মহাপুরুষদের জীবন ও কর্মের কাহিণী বা উপাখ্যান পাঠ করেও ধর্মের সারবস্তু অনুধাবন করতে পারি। উপাখ্যান ধর্মের গূঢ় কঠিন তত্ত্বকে সহজভাবে উপস্থাপন করে। ফলে তা সুখপাঠ্য ও অনায়াসবোধ্য হয়। উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষের নীতিবোধ জেগে উঠে। মানুষ আত্মত্যাগ, জীবসেবা, দেশপ্রেম প্রভৃতি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের সঞ্চার হয়। ধর্মীয় উপাখ্যান মানুষের মনে পরমার্থলাভে ও মনুষ্যত্ব অর্জনে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট দুইটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছেঃ

পাঠ- ৭.১ঃ উপাখ্যানঃ দেশপ্রেম

পাঠ- ৭.২ঃ উপাখ্যানঃ আত্মত্যাগ

পাঠ ৭.১

উপাখ্যান: দেশপ্রেম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দেশপ্রেম কি তা বলতে পারবেন।
- রানী জনা রাজা ও রাজপুত্রকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় কিভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রানীর আত্মবিসর্জনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

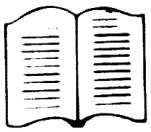

মহাভারতের যুগের কথা।

মাহিষ্মতী দেশের রাজার নাম নীলধ্বজ। তাঁর রানী হলেন জনা। তাঁদের পুত্রের নাম প্রবীর।

একার পান্ডবরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। নিয়ম অনুযায়ী যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দেন। যজ্ঞের যে সব দেশ বিনা বাধায় ঘুরে আসবে, ধরে নেওয়া হবে যে সে সব রাজ্য যজ্ঞকারী রাজার স্বাধীন হবে। অশ্বকে কেউ বন্দী করলে তার সাথে যুদ্ধ অনিবার্য।

পাণ্ডবদের যজ্ঞের অশ্ব বহুদেশ ঘুরে মাহিষ্মতী রাজ্যে প্রবেশ করে। এই রাজ্যের রাজপুত্র প্রবীর অশ্বকে আটক করে। ফলে পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধ বেধে যায়।

রাজা নীলধ্বজ পরাক্রমশালী পাণ্ডবদের অশ্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুত্র প্রবীরকে নির্দেশ দেন। তিনি পাণ্ডবদের বশ্য হতে প্রস্তুত। কিন্তু এই প্রস্তাবে বাধা দেন রানী জনা। তিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বামী ও পুত্রকে যুদ্ধ করায় উৎসাহ দেন। তাঁর মতে বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করা অধর্ম। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

রানী জনার উৎসাহে রাজা নীলধ্বজ ও পুত্র প্রবীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। প্রবীর বহু পাণ্ডবসেনা বধ করেন। পাণ্ডবদের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন বীর অর্জুন। তিনি প্রবীরের বীরত্বে মুগ্ধ হন। কিন্তু তাঁর হাতে প্রবীরের মৃত্যু হয়।

প্রবীরের মৃত্যু সংবাদে জনা ব্যথিত হন। কিন্তু ছেলের মৃত্যুতেও তাঁর স্বান্ড্রনা ছিল। ছেলে দেশের জন্য বীরের মত মৃত্যু বরণ করেছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য এই আত্মবলিদান মহাগৌরবের। অন্যদিকে রাজা নীলধ্বজ প্রবীরের মৃত্যুতে ভীত-সন্ত্রস্ত। তিনি যুদ্ধ করার সাহস হারান এবং পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত হন। জনা আবার স্বামীকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

জনা বলেন, রাজা, ভেবে দেখুন। একদিকে পাণ্ডবকুল আমাদের পুত্রকে হত্যা করেছে। অপরদিকে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। কাজেই, তারা আমাদের শত্রু, দেশের শত্রু। পাণ্ডবরা ক্ষমা পাওয়ার অযোগ্য। এদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। রাজা, আপনি কি ধর্মের কথা ভুলে গেছেন? দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ সে তো ধর্মযুদ্ধ। এ ধর্মযুদ্ধ না করা তো পাপ। ধর্মযুদ্ধে

নিহত হলে স্বর্গলাভ, আর জয়ী হলে রাজ্যলাভ। এরকম যুদ্ধের সুযোগ পাওয়া তো সৌভাগ্যের। কাজেই, দেশ-আক্রমণকারী পুত্রহত্যাকারীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করবেন না। অর্জুনকে হত্যা করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করুন। পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিন। রানী জনা রাজাকে যুদ্ধ করার জন্য আকুল অনুরোধ জানান।

তৎসত্ত্বেও নীলধ্বজ যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন এবং পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকার করলেন।

এতে রানী জনা খুবই অপমানিত বোধ করলেন এবং মর্মাহত হলেন। একদিকে পুত্র শোক, অন্যদিকে দেশের পরাধীনতা জনাকে ব্যথিত করে তোলে। অবশেষে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। জনা প্রমাণ রাখলেন পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়।

দেশকে ভালবেসে যাঁরা আত্মত্যাগ করেন তাঁরা দেশপ্রেমিক। রানী জনাও ছিলেন এমনই একজন দেশপ্রেমিক। তাঁর আত্মত্যাগের কাহিনী দেশপ্রেমের এক গৌরবময় উপাখ্যান।

সারাংশ

জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। দেশের উন্নতি ও রক্ষার জন্য যারা কাজ করেন তাঁরা দেশপ্রেমিক। মাহিস্মতী রাজ্যের রানী জনা ছিলেন দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে যে অশ্ব ছাড়েন তা প্রবিরের হাতে বন্দী হয়। বন্দী অশ্বের জন্য পাণ্ডবদের সাথে মাহিস্মতী রাজ্যের যুদ্ধ বাধে। প্রবির বীরদর্পে যুদ্ধ করে বহু পাণ্ডবসেনার বিনাশ ঘটান। তবে পাণ্ডব সেনাপতি বীর অর্জুনের অস্ত্রে মারা যান। মা জনা পুত্রের মৃত্যুতে শোক পেলেও বীর পুত্রের জন্য গৌরব বোধ করেন। কিন্তু সাহসহীন রাজা নীলধ্বজ বশ্যতা স্বীকার করেন। এতে রানী জনা ক্ষুব্ধ হন। তিনি পুত্র শোকে ও পরাধীনতার গ্লানিতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দেশের উন্নতি ও রক্ষার জন্য যারা কাজ করেন তাঁরা-
   ক. সৈনিক খ. দেশপ্রেমিক
   গ. রাজনীতিক ঘ. শাসক।

২। জননী ও জন্মভূমি কিসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ?
   ক. স্বর্গের চেয়ে খ. নিসর্গের চেয়ে
   গ. বৈকুণ্ঠের চেয়ে ঘ. বৃন্দাবনের চেয়ে।

৩। ধর্মযুদ্ধ না করলে কি হয়?
   ক. মৃত্যু হয় খ. অগৌরব হয়
   গ. পাপ হয় ঘ. পুন্য হয়।

৪। রানী জনার সবচেয়ে ব্যথা কিসের জন্য?
   ক. পুত্র হত্যা খ. স্বামীর বশ্যতা স্বীকার
   গ. যুদ্ধ বিরতি ঘ. রাণী থাকতে না পারা।

পাঠ ৭.২ উপাখ্যান: আত্মত্যাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উপখ্যানের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- দধীচি মুনির পরিচয় বলতে পারবেন।
- দধীচি মুনির আত্মত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

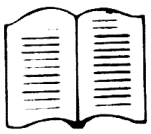

পুরাকালে নৈমিযারণ্যে দধীচি নামে এক মুনি বাস করতেন। নৈমিষারণ্য একটি তপোবনের নাম। দধীচি ছিলেন শিবের উপাশক। তিনি ছিলেন কঠোর তপস্বী ও অসাধারণ পণ্ডিত। সুন্দর সৌম্য এই মুনি নির্জনে কুটির নির্মান করে নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণের জন্য সাধনা করছিলেন। দধীচির সময় বৃত্র নামের এক অসুর খুব পরাক্রমশালী হলে উঠেছিল।

দেবতারা কারো তপস্যায় তুষ্ট হলে তাকে বর দেন। বৃত্রাসুর শিবকে সাধানায় তুষ্ট করে বর পেয়েছিল। বরটি ছিল, দেবতা বা অসুরদের অস্ত্রে তার মৃত্যু হবে না। বর পেয়ে বৃত্রাসুর তোলপাড় কাণ্ড সৃষ্টি করে এবং স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল জয় করে। স্বর্গরাজ্য হারিয়ে দেবগণ মর্ত্যে এসে ছদ্মবেশে কাল কাটাতে থাকেন।

দেবতারা তাঁদের দুঃখ অবসানের জন্য সবাই মিলে উপায় খুঁজতে লাগলেন। ঠিক হল শিবের কাছে যাওয়া। দেববাজ ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে শিবের কাছে গেলেন। শিব দেবতাদের দুর্দশার কাহিনী শুনে তাঁদেরকে বিষ্ণুলোকে নারায়ণের কাছে যাবার পরামর্শ দেন।

দেবতারা নারায়ণের স্তব করে তাঁকে তুষ্ট করেন। নারায়ণ বলেন, বৃত্রাসুর শিবের বরে বলীয়ান। তোমরা তাকে বধ করতে পারবে না। তবে সে অবধ্য নয়। তোমরা দধীচি মুনির কাছে যাও। তিনি পরোপকারী। তাঁর সাহায্যে তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে। তিনি পরহিতে আত্মত্যাগেও দ্বিধা করবেন না। তোমরা তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করবে। তিনি বর দিতে চাইলে বলবে, ত্রিলোকের কল্যাণে আপনার পবিত্র অস্থি আমোদের দান করুন। সেই অস্থি দিয়ে বর্জ্র নির্মাণ করবে। এই অস্ত্রের আঘাতে বৃত্রাসুর নিহত হবে।

শ্রীনারায়ণের পরামর্শ অনুযায়ী দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে দধীচি মুনির আশ্রমে যান। তাঁদের দেখে দধীচি মুনি খুব খুশি হন। তিনি তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

দেবতারা মুনির কাছে তাদের আগমনের কারণ জানাতে গিয়ে বৃত্রাসুরের ত্রিলোক অধিকারের ও দেবতাদের স্বর্গ থেকে নির্বাসনের কাহিনী বর্ণনা করেন। শিবের বরে বলশালী বৃত্রাসুরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁরা যে পরামর্শের জন্য বিষ্ণুলোকে শ্রী নারায়ণের কাছে গিয়েছিলেন তা জানান। তাঁরা আরও জানান, যে শ্রীনারায়ণের পরামর্শেই তাঁরা তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন। দধীচি মুনি বিনীতভাবে তাঁর করণীয় বিষয়ে শ্রীনারায়ণের নির্দেশ জানতে চান। ইন্দ্র সংকোচের সাথে তাঁর পবিত্র অস্থিদানের বিষয়টি বলেন। নারায়ণ বলেছেন, প্রচলিত কোন অস্ত্রে বৃত্রাসুরকে বধ করা যাবে না। আপনার দেহের অস্থি দিয়ে নির্মিত বজ্র দিয়েই তাকে বধ করা সম্ভব।

দধীচি বিনা দ্বিধায় বললেন- আমার জীবনের বিনিময়ে যদি আপনাদের কোন উপকার করতে পারি তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। নশ্বর দেহ তো একদিন নষ্ট হবেই। কোন মহৎ কার্যে এর বিনাশ হলে তা হবে আনন্দের। আপনাদের মঙ্গলের জন্যে আমি দেহত্যাগ করছি। আপনারা বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করুন।

দেবতাদের সামনেই দধীচি মুনি যোগবলে দেহত্যাগ করেন। তাঁর এই মহান আত্মত্যাগে দেবতারা ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। পরহিতে দধীচি মুনির এই আত্মত্যাগের কাহিনী খুবই শিক্ষামূলক ও মহিমামণ্ডিত।

সারাংশ

পুরাকালে নৈমিষারণ্যে দধীচি নামে মুনি বাস করতেন। তিনি নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণের জন্যে নির্জনে তপস্যারত ছিলেন। বৃত্রাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত হয়ে দেবতারা নারায়ণের পরামর্শে দধীচির কাছে যান এবং তাঁর অস্থি দিয়ে অস্ত্র তৈরী করলে তা দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করা যাবে সে কথা জানান। দধীচি সানন্দে সম্মত হয়ে দেহত্যাগ করে দেবতাদের অস্থি উপহার দেন। দধীচির এই কাহিনী আত্মত্যাগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দধীচি কার উপাসক ছিলেন?
- ক. ব্রহ্মা
- খ. শিব
- গ. বিষ্ণু
- ঘ. কালী।

২। শিব কাকে বর দিয়েছিলেন?
- ক. বৃত্রাসুরকে
- খ. মহিষাসুরকে
- গ. বৃত্বাসুরকে
- ঘ. অঘাসুরকে।

৩। নারায়ণ কি দিয়ে অস্ত্র বানাতে বললেন?
- ক. হাতির দাঁত
- খ. স্বর্ণ
- গ. দধীচির অস্থি
- ঘ. বিশ্বামিত্রের অস্থি।

৪। দধীচি কেন আত্মত্যাগ করেন?
- ক. সুনাম অর্জনের জন্যে
- খ. পরহিতে
- গ. অমর হবার জন্যে
- ঘ. পিতৃসত্য পালনের জন্যে।

আ) রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. জনার দেশপ্রেমের পরিচয় দিন। (পাঠ- ১ দেখুন)
২. দধীচি কেন দেবতাদের অস্থি উপহার দেন, তা বুঝিয়ে লিখুন। (পাঠ- ২ দেখুন)

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিনঃ

ক. কে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন?
খ. জনা কে ছিলেন?
গ. প্রবীর কে ছিলেন?
ঘ. রাজা নীলধ্বজ কেন বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন?
ঙ. জনা কেন আত্মহত্যা করেছিলেন।
চ. কে দেবতাদের দধীচির কাছে যেতে বলেছিলেন এবং কেন বলেছিলেন?
ছ. দধীচি কে ছিলেন?
জ. দধীচি কি করেছিলেন?

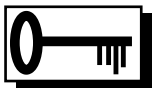

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.১
১. খ; ২. ক; ৩. গ; ৪. খ;

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.২
১. খ; ২. ক; ৩. গ; ৪. খ;